প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা স্বীকার তবে পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে না

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা স্বীকার করেছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সোমবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি স্বীকার করলেও এ মুহূর্তে পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে না বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, 'প্রশ্নপত্র যে ফাঁস হয়েছে এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। এটা দুঃখজনক। আমরা এতে বিব্রত, দুঃখিত। তবে এটা ঠিক যে, প্রশ্ন সীমিত আকারে ফাঁস হয়েছে। সব শিক্ষার্থী তা পায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'এই ফাঁসের কারণে কতসংখ্যক শিক্ষার্থী লাভবান হল, কোন কোন উপজেলা বা জেলায় শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন পেয়েছে, তা আমরা বের করতে চাই। এরপরই পরীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।' এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের পরও পরীক্ষা বহাল রাখা এবং বাকি পরীক্ষার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য না আসায় শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে বিশেষ করে সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের খবর গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশের পর অভিভাবকরা যুগান্তরে টেলিফোনে জানান, পাবলিক পরীক্ষার মতো বড় পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি নিশ্চিতের পর তা ঝুলিয়ে রাখা এবং বিষয়টি পার করে দেয়ার চেষ্টা দুঃখজনক।

কেননা, কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী যদি প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে যারা প্রশ্ন না পেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের জন্য বিষয়টি অবিচারের শামিল। সরকারের কর্তাব্যক্তিদের এই বিষয়টি না বোঝা এক ধরনের অজ্ঞতার শামিল। অভিভাবকরা জানান, সোমবার পর্যন্ত নেয়া চারটি বিষয়ের পরীক্ষার মধ্যে বাংলা এবং ইংরেজির প্রশ্ন সর্বত্রই পরীক্ষার দিন সকালেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এছাড়া সচেতন অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেইলে পাঠানো হয়। এই দুটি পরীক্ষার প্রশ্ন হুবহু মিলে গেছে। এর বাইরে গণিত এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের প্রশ্নও ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। তবে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে পাওয়া কথিত প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের মিল অবশ্য ৬০ থেকে ৭০ ভাগ পাওয়া গেছে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র নিয়ে এই পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার বিকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন মন্ত্রী। এতে তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যেই জড়িত থাকুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারি কর্মকর্তা হোক আর কোচিং ব্যবসায়ী হোক কিংবা প্রশ্ন প্রণয়ন বা মুদ্রণের কর্মকর্তা হোক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত মন্ত্রণালয়। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে করা তদন্ত কমিটির ভিত্তিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেয়া হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের কাছে তথ্য এসেছে, হয়তো খুব সীমিত জায়গায় এ প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। তবে যেখানেই হোক না কেন, সেটা খুঁজে বের করা হবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরীক্ষার্থীদের লাভ-ক্ষতি যাচাই করে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্তও হতে পারে। এ ঘটনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএম আশরাফুল ইসলামকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশ